সংবাদ

তারিখ 29 OCT 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

রৌমারী দাঁতভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজ

পরীক্ষা বন্ধ রেখে একমির কনফারেন্স

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামের জেলার রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজে পরীক্ষা বন্ধ রেখে ওষুধ কোম্পানি একমির কনফারেন্স করা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত এ কনফারেন্স করার অনুমতি দেয়ায় বন্ধ করা হয় এসএসসির টেস্ট পরীক্ষা। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে দেখা দেয় ক্ষোভ। অভিযোগ করলে অধ্যক্ষ সাফ জানিয়ে দেন পরীক্ষা নেয়া না নেয়া আমার এখতিয়ার। তবে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এসএম মোসলেম উদ্দিন দাবি করেন শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্য কিছু করার সুযোগ নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই প্রতিষ্ঠানের একাধিক পরীক্ষার্থী জানান, পূর্ব নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় এসএসসির সাধারণ বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান ও বিশ্ব পরিচিতি বিষয়ে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। শিক্ষার্থীরা সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। যথারীতি পরীক্ষার খাতাও দেয়া হয় আমাদের। হঠাৎ করে ওষুধ কোম্পানি একমির রিপ্রেজেন্টেটিভরা আসলে স্যার আমাদের পরীক্ষা স্থগিত করে দেন। তাদের নাকি জরুরি মিটিং রয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ করলে স্যার আমাদের গালাগাল করে নানা ভয়ভীতি দেখান। ফলে বাধ্য হয়ে আমরা বাসায় ফিরে যাই। অনুষ্ঠানের আয়োজক একমি কোম্পানির শেরপুর এরিয়া ম্যানেজার আবদুল হালিম পরীক্ষা বন্ধ করে কনফারেন্সের কথা স্বীকার করে বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনার জন্য আমরা দায়ী না। মূলত: একমি কোম্পানির ওষুধের একটি নতুন প্রোডাক্টের পরিচয় করিয়ে দিতে রৌমারীর স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকদের নিয়ে এ কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এজন্য দাঁতভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাদের শর্ত পূরণ করে পূর্বানুমতি নেয়া হয়। কিন্তু অধ্যক্ষ মো. বদিউজ্জামান পরীক্ষা বন্ধ করে কনফারেন্সের সুযোগ করে দিবেন এটা আমার জানা ছিল না।

কনফারেন্সের কথা স্বীকার করে দাঁতভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. বদিউজ্জামান জানান, পরীক্ষা চলা আর বন্ধ করা আমার এখতিয়ার। আজ নেব না কালকে নেব। এটা নিয়ে কারো মাথা ব্যথার কিছু নেই। এছাড়াও কিছু পরীক্ষার্থীর বেতন বকেয়া রয়েছে। সেদিকটাও তো দেখতে হবে। এ ব্যাপারে কুড়িগ্রাম জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এসএম মোসলেম উদ্দিন জানান, কোনক্রমেই অধ্যক্ষ পরীক্ষা বন্ধ রেখে মিটিং করতে পারেন না। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।